স্বাতী নিরখি

রাজ্য (এনসিটি অফ দিল্লি)

(স্থানান্তর পিটিশন (সিআরএল) 2018 সালের 262 নং) 09 মার্চ, 2021

[অশোক ভূষণ এবং ইন্দু মালহোত্রা, জে. জে।]

ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973-এস. এস। 406 , 177 - ট্রায়া দিল্লিতে বিচারাধীন-- প্রয়াগরাজ, উত্তরপ্রদেশে স্থানান্তরের আবেদন-অনুমোদিত প্রাক্তন-পক্ষ-অভিযোগকারী তা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন-খারিজ-- পুনর্বিবেচনার আবেদন-অনুমোদিত, প্রাক্তন-পক্ষীয় আদেশ প্রত্যাহার-অভিযোগকারীকে উত্তরদাতা নং। 4 স্থানান্তর পিটিশনে-ডি-নভো শুনানি-অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ একটি ফৌজদারি মামলায়, তদন্ত ও বিচারের স্থান অবশ্যই সেই আদালত দ্বারা হতে হবে যার মধ্যে স্থানীয় এখতিয়ার অনুযায়ী, অপরাধটি এস দ্বারা প্রদত্ত হিসাবে সংঘটিত হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। 177 - বর্তমান মামলায়, এফআইআর-এর বিবৃতি অনুসারে পদক্ষেপের কারণ নয়াদিল্লিতে উত্থাপিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যেখানে আবেদনকারীর বৈবাহিক বাড়ি অবস্থিত-একটি ফৌজদারি মামলা তদন্ত করা উচিত এবং সাধারণত যেখানে পদক্ষেপের কারণ অর্জিত হয়েছে সেখানে বিচার করা উচিত-আরও, প্রসিকিউশনের বেশিরভাগ সাক্ষী দিল্লিতে অবস্থিত-12 জন সরকারী সাক্ষী নয়াদিল্লিতে কর্মরত-যদি স্থানান্তর আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাদের নয়াদিল্লি থেকে প্রয়াগরাজ ভ্রমণ করতে হবে যার ফলে তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি হবে স্থানান্তর আবেদন খারিজ-পেনাল কোড, 1860 - s.389 আর/ডাব্লুএস। 34 . স্থানান্তরের আবেদন খারিজ করে আদালত

বলা হুয় 1.1 একটি ফৌজদারি মামলায়, তদন্ত ও বিচারের স্থান অবশ্যই সেই আদালত দ্বারা হতে হবে যার স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে, Cr.P.C-এর ধারা 177 দ্বারা প্রদত্ত অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এফআইআর-এর বিবরণ অনুসারে পদক্ষেপের কারণটি নয়াদিল্লিতে উদ্ভূত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যেখানে আবেদনকারীর বৈবাহিক বাড়ি অবস্থিত। একটি ফৌজদারি মামলা তদন্ত করা উচিত এবং সাধারণভাবে বিচার করা উচিত যেখানে পদক্ষেপের কারণ অর্জিত হয়েছে। বর্তমান মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের বেশিরভাগ সাক্ষী দিল্লিতে রয়েছেন। 12 সরকারি সাক্ষীরা নয়াদিল্লিতে কাজ করছেন। যদি স্থানান্তর আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাদের নয়াদিল্লি থেকে এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ) যেতে হবে, যার ফলে

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

তাদের সরকারি দায়িত্ব পালনে বাধা। স্থানান্তরের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। 2016 সালের 39 নং এফআইআর থেকে উদ্ভূত কার্যধারা যা উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের (প্রয়াগরাজ) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তা আবার 461 উত্তর পশ্চিম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, রোহিণী আদালত, নতুন দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [পারস 14-16,19] [911 - এ, বি-সি; 913-বি-সি; 914-সি-ডি] রমেশ বনাম। স্টেট অফ টি. এন. (2005) 3 এস. সি. সি 507: [2005] 2 এস. সি. আর 493; মণীশ রতন বনাম। স্টেট অফ এমপি (2007) 1 এস. সি. সি 262: [2006] 8 সাপ্লাই। এস. সি. আর 226; ভুরা রাম বনাম। রাজস্থান রাজ্য (2008) 11 এস. সি. সি 103; রাজীব মোদী বনাম। সঞ্জয় জৈন (2009) 13 এসসিসি 241: [2009] 11 এস. সি. আর 34; সুনীতা কুমারী কাশ্যপ বনাম। বিহার রাজ্য (2011) 11 এস. সি. সি 301; অমরেন্দু জ্যোতি বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য (2014) 12 এস. সি. সি 362 [2014] 13 এস. সি. আর 1079; ববিতা লীলা এবং অন্যান্য। বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (ইউওআই) (2016) 9 এসসিসি 647: [2016] 7 ডি এস. সি. আর 604; রূপালী দেবী বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য। (2019) 5 এসসিসি 384: [2019] 6 এস. সি. আর 577; রিয়া চক্রবর্তী বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্য। 2020 এসসিসি

অনলাইন এসসি 654; আব্রাহাম অজিত বনাম। ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ (2004) 8 এস. সি. সি 100: [2004] 3 সাপ্লাই। এস. সি. আর 604; হরিতা সুনীল পরব বনাম। রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) (2018) 6 এসসিসি ই 358 [2018] 3 এসসিআর 732-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2005] 2 এস. সি. আর 493 অনুচ্ছেদ 15

[2006] 8 সাপ্লাই। এস. সি. আর 226 অনুচ্ছেদ 15-এর উপর নির্ভর

(2008) 11 অনুচ্ছেদ 15

[2009] 11 এসসিআর অনুচ্ছেদ 15

(2011) 11 এস. সি. সি 301 অনুচ্ছেদ 15

[2014] 13 এসসিআর 1079 অনুচ্ছেদ 15

[2016] 7 এসসিআর 604 অনুচ্ছেদ 15

[2019] 6 এসসিআর 577 অনুচ্ছেদ 15

[2004] 3 সাপ্লাই। এস. সি. আর 604 অনুচ্ছেদ 15 উপর নির্ভর করেছিল

[2018] 3 এস. সি. আর 732 অনুচ্ছেদ 15-এর উপর নির্ভর করেছিল।

ফৌজদারি মৌলিক বিচারঃ স্থানান্তর পিটিশন

(সিআরএল।) 2018 সালের 262 নং। হস্তান্তরের জন্য Cr.P.C-এর 406 ধারার অধীনে দায়ের করা পিটিশন

2016 সালের 39 নং এফআইআর থেকে উদ্ভূত 2017 সালের ফৌজদারি মামলা নং 0003483 তারিখ 07.01.2016।
রাহুল শ্যাম ভান্ডারি, এড. আবেদনকারীদের পক্ষে কৌস্তুভ শুক্লা, এড. উত্তরদাতাদের জন্য।
উত্তরদাতা-ব্যক্তিগতভাবে আদালতের রায় প্রদান করেন ইন্দু মালহোত্র, জে।

1. 2017 সালের 3483 নং ফৌজদারি মামলা রাজ্য বনাম হিসাবে স্থানান্তরের জন্য আবেদনকারী 406 Cr.P.C ধারার অধীনে বর্তমান স্থানান্তর পিটিশন দায়ের করেছেন। স্বাতী নির্খি ও ওরস। (মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট 46। উত্তর পশ্চিম, রোহিণী আদালত, নতুন দিল্লি থেকে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পর্যন্ত এফআইআর নং 39/2016) থেকে উদ্ভূত এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ), উত্তরপ্রদেশ
2. । 2. 4 নং উত্তরদাতা/অভিযোগকারী 4 জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 389 ধারা এবং 34 আই. পি. সি-র অধীনে মঙ্গলপুরী থানায় 39 নং এফআইআর দায়ের করেন। শ্রী মোহন শ্রীবাস্তব, শ্রীমতী স্বাতী সাক্সেনা, সঞ্জয় সাক্সেনা, শশাঙ্ক সাক্সেনা যেখানে বলা হয়েছিল যে তাঁর ভাগ্নে আশিস খারে 19শে এপ্রিল 2015-এ দিল্লিতে শ্রীমতী স্বাতী নির্খি (স্থানান্তর পিটিশনে আবেদনকারী নং 1)-কে বিয়ে করেছিলেন। যে 7.8.2015-এ, স্বাতী নির্খি এলাহাবাদে তার পিতামাতার বাড়িতে চলে যান এবং তারপরে আর ফিরে আসেননি, যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে ফিরে আসার অনুরোধ করা হয়েছিল। ‹আইডি।-এ, অভিযোগকারী মোহন শ্রীবাস্তব ওরফে আকাহৌরি ওঙ্কার নাথ (টি. পি-তে 2 নম্বর উত্তরদাতা)-এর কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়েছিলেন যে শ্রীমতী স্বাতী নির্খি দিল্লিতে ফিরে আসতে চান না, এবং টাকা দিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। 5 কোটি কোটি টাকা। 25.11.2015-এ, 3 জন ব্যক্তি অভিযোগকারীর বাড়িতে যান এবং তার চালক ও গৃহকর্মীকে একটি বার্তা দেন যে অভিযোগকারীকে অবশ্যই 500 টাকা দিতে হবে। 5 মোহন শ্রীবাস্তবকে এক কোটি টাকা।

‹আইডি2-এ, অভিযোগকারী বলেছিলেন যে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং টি. ভি. গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে মিসেস স্বাতী নির্খি মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন যে [আইডি।]-এ রাত 9টায় উত্তরদাতা নং 4-এর বাড়িতে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল, উত্তরদাতা নং 4 এবং তাঁর ভাগ্নে-অভিষেক এবং আশিস তাঁর স্ত্রী-শ্রীমতীর সহায়তায়। হেমা খারে। এটিও বলা হয়েছিল যে তিনি 500 টাকা দেওয়ার বার্তা পেয়েছিলেন। 5 কোটি

অন্যথায় গণধর্ষণের দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হত। <আইডি2-এ, 11.13 সকালের দিকে তিনি এক ব্যক্তির কাছ থেকে ফোন পান, যিনি নিজেকে মোহন শ্রীবাস্তব বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। 5 জরুরি ভিত্তিতে কোটি কোটি টাকা। প্রথম কিস্তি স্বাতী নির্খি, শশাঙ্ক সাক্সেনা এবং সঞ্জয় সাক্সেনাকে দিল্লিতে 2 দিনের মধ্যে পরিশোধ করা যেতে পারে। 2.5 কোটি কোটি টাকা। অভিযোগকারী বলেছেন যে তাকে পুলিশের সাথে যোগাযোগ না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল, অন্যথায় তাকে বি-কে মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। অভিযোগকারী জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর অভিযোগের মাধ্যমে 10.12.2015 থেকে এস. এইচ. ও-কে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর চালক সুশীল কুমার তাঁকে মোহন শ্রীবাস্তব, স্বাতী নির্খি, সঞ্জয় সাক্সেনা এবং শশাঙ্ক সাক্সেনার পুরো পরিবারকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন এবং তারপর সি তাঁর 10 থেকে 15 কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করেছিলেন। আরও অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্ত 4 নম্বর উত্তরদাতার চালককে একটি ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছ মোহন শ্রীবাস্তব, শ্রীমতী স্বাতী নির্খি, শ্রী সঞ্জয় সাক্সেনা এবং শশাঙ্ক সাক্সেনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

3. এফআইআর নথিভুক্ত হওয়ার পর দিল্লির রোহিণী আদালতের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত নম্বর 1-স্বাতী নির্খি, অভিযুক্ত নম্বর 2-সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়। সাক্সেনা, অভিযুক্ত নং 3-শশাঙ্ক সাক্সেনা, অভিযুক্ত নং 4-মোহন শ্রীবাস্তব @Akahauri ওঙ্কার নাথ এবং অভিযুক্ত নং 5-জুগল কিশোর। ই দব আইপিসি 389,419,506,120বি এবং 34 ধারার অধীনে। চার্জশিটে 23 জন সাক্ষীর একটি তালিকা উল্লেখ করা হয়েছিল, যার মধ্যে 16 জন সরকারী ছিলেন।
সাক্ষী এবং 7 জন অ-সরকারী সাক্ষী ছিলেন।

4. 1 তারিখে, দিল্লির রোহিণী আদালতের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, 461 বিষয়টি আমলে নেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমন জারি করেন।

5। এদিকে, অভিযুক্ত শ্রীমতি স্বাতী নির্খি, মিঃ সঞ্জয় সাক্সেনা এবং শশাঙ্ক সাক্সেনা বর্তমান স্থানান্তর পিটিশন (সিআরএল) দায়ের করেছেন। এই আদালতের সামনে 2018 সালের <আইডি। প্রার্থনা করে যে 2017 সালের ফৌজদারি নং 3483-এর বিচারের শিরোনাম রাজ্য বনাম। স্বাতী নির্খি এবং ওআরএস। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, উত্তর পশ্চিম, রোহিণী আদালত, নতুন দিল্লির আদালতে বিচারাধীন এফআইআর নং 39/2016 থেকে উদ্ভূত এলডি-তে স্থানান্তরিত করা হবে। এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।

6. এই আদালত আইডি। তারিখের একপক্ষীয় আদেশের মাধ্যমে স্থানান্তর আবেদনের অনুমতি দেয় এবং নির্দেশ দেয় যে পূর্বোক্ত মামলার ফৌজদারি কার্যধারা দিল্লির রোহিণী আদালতের 461 নম্বর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে স্থানান্তরিত হবে।

[ইন্দু মালহোত্র, জে।]

যেহেতু আদেশটি একতরফাভাবে পাস করা হচ্ছিল, তাই উত্তরদাতাদের এই আদালতে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল, যদি তারা এর দ্বারা ক্ষুব্ধ হন। তারিখ। 18.5.2018 2018 সালের টি. পি. নং (সিআরএল) 262-এ এই আদালত কর্তৃক গৃহীত। খ উক্ত এম. এ-কে তারিখের আদেশের মাধ্যমে বরখাস্ত করা হয়েছিল। 5.6.2018 .
8. এরপর 4 নং উত্তরদাতা রিভিউ পিটিশন (সিআরএল) দাখিল করেন। 2018 সালের 671 নং এই আদালত কর্তৃক গৃহীত 18.5.2018 এবং 5.6.2018 তারিখের আদেশগুলির পর্যালোচনার জন্য অনুরোধ করছে ঘ ট্রান্সফার পিটিশনে অভিযোগকারীকে উত্তরদাতা নং 4 হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এরপর স্থানান্তর পিটিশনটি নতুন করে শুনানির জন্য নেওয়া হয়।
10. আমরা পক্ষগুলির কৌঁসুলির কথা দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি এবং দাখিল করা হলফনামা পর্যবেক্ষণে রেখেছি আবেদনকারীরা আবেদন করেছেন যে স্থানান্তর পিটিশন ই-এর অনুমতি দেওয়া উচিত কারণ এলাহাবাদে পক্ষগুলির মধ্যে 9 টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যার মধ্যে 6 টি মামলা উত্তরদাতা নং 4 দ্বারা দায়ের করা হয়েছে এবং 3 টি মামলা আবেদনকারী নং। দ্বারা দায়ের করা হয়েছে। যেহেতু উত্তরদাতা নং 4 এলাহাবাদে তাঁর দায়ের করা 6টি মামলার বিচার করছিলেন, এবং কার্যধারা উত্থাপিত হলে কোনও অসুবিধা হবে না। বর্তমান মামলার এফআইআর থেকে, এলাহাবাদের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত দ্বারা বিচার করা হয়েছিল।
এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে আবেদনকারীরা যদি দিল্লির কার্যধারায় নিজেদের রক্ষা করতে বাধ্য হন তবে এটি তাদের উপর আর্থিক বোঝা হবে। তবে, অভিযোগকারী এবং তার পরিবার পরিবারের যে
সদস্যরা ভালো আছেন, তাঁরা কোনও কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে আবেদনকারী নং 1, তার দ্বারা ভোগ করা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং হয়রানির কারণে, কাজ করতে এবং তার জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। উপরন্তু, তার বাবা অর্থাৎ পিটিশনার নং 2 একজন প্রবীণ নাগরিক যিনি বিভিন্ন অসুস্থতা এবং রোগে ভুগছেন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

এই পরিস্থিতিতে এটি আবেদন করা হয়েছিল যে কার্যধারা ফৌজদারি মামলা এলাহাবাদ থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা যাবে না। 11. 2 নং উত্তরদাতা, যাঁকে এফআইআরে সহ-অভিযুক্ত হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছে, আবেদনকারীদের মামলাটিকে সমর্থন করেছেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে তিনি বিহারের গয়ায় ডেপুটি মেয়র হিসাবে একটি প্রকাশ্য কাজ করছেন। এখান থেকে এত দীর্ঘ যাত্রা করা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হবে। গয়া থেকে দিল্লি, কারণ এটি তাঁর সরকারি কাজকর্ম সম্পাদনের সময়কে বাধাগ্রস্ত করবে। 12. 3 নং উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, এফআইআর-এ তাঁর নাম নেই, কিন্তু শোনা যায় এমন প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁকে অভিযুক্ত হিসাবে চার্জশিটে যুক্ত করা হয়েছে। এলাহাবাদে মামলার বিচার হবে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তরদাতা নং 4 দ্বারা করা ভিত্তিহীন অভিযোগগুলি রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক। 13. বর্তমান এফআইআরে উল্লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে 4 নং উত্তরদাতা স্থানান্তর আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন নয়াদিল্লিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির সাথে সম্পর্কিত। যেহেতু এলাহাবাদে কোনও পদক্ষেপের কারণ ঘটেনি, তাই নতুন দিল্লির উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত দ্বারা কার্যধারাটি অবশ্যই বিচার করা উচিত।

আরও জানানো হয় যে, 23 জন সাক্ষীর মধ্যে 12 জন সরকারি সাক্ষী নয়াদিল্লিতে রয়েছেন। যদি মামলাটি দিল্লির বাইরে স্থানান্তরিত হয়, তবে এটি তাদের সরকারী কাজের উপর প্রভাব ফেলবে, কারণ তার

এই কার্যধারায় এলাহাবাদ ভ্রমণ করতে হয়। এলাহাবাদে বর্তমান আবেদনকারীর দায়ের করা মামলাগুলির ক্ষেত্রে, এলাহাবাদ পুলিশ, অপরাধ শাখা দ্বারা বেশ কয়েকবার তদন্ত করার পরেও, উত্তর প্রদেশ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত এফ. আই. আর. এস-এ উত্তরদাতা নং 4-এর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক উপাদান পাওয়া যায়নি। এলাহাবাদ, এবং ডিএসপি স্তরের গেজেটেড মহিলা পুলিশ অফিসার। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে আবেদনকারী নং । নিজে দিল্লি, এলাহাবাদের আদালতে এবং এই আদালতে 13 টি মামলা দায়ের করেছিলেন, যা তিনি কোনও অসুবিধা প্রকাশ না করে মামলা করেছেন এবং বর্তমান মামলায় ব্যতিক্রম করার কোনও কারণ নেই।

এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে টি. পি-র আবেদনকারীরা মামলাটি এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ)-এ স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও 9.7.2018 থেকে 7.12.2020 পর্যন্ত 36টি শুনানিতে এলাহাবাদের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হননি। স্থানান্তর আবেদনটি বর্তমান মামলার কার্যধারা স্থগিত করার একটি কৌশল মাত্র ছিল।

[ইন্দু মালহোত্র, জে।]

14. একটি ফৌজদারি মামলায়, তদন্ত ও বিচারের স্থানটি সেই আদালত দ্বারা হতে হবে যার স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে, অপরাধটি কথিত ছিল। Cr.P.C এর ধারা 177 দ্বারা প্রদত্ত হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 177. সাধারণ তদন্ত ও বিচারের স্থান। প্রতিটি অপরাধ সাধারণত এমন একটি আদালত দ্বারা তদন্ত ও বিচার করা হবে যার স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে এটি সংঘটিত হয়েছিল।

15. এফআইআর-এর তথ্য অনুযায়ী পদক্ষেপের কারণ হল অভিযোগ করা হয়েছে যে এটি নয়াদিল্লিতে উদ্ভূত হয়েছিল, যেখানে আবেদনকারীর বৈবাহিক বাড়ি অবস্থিত।
এই আদালত ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে একটি ফৌজদারি মামলা তদন্ত করা উচিত এবং সাধারণভাবে বিচার করা উচিত যেখানে পদক্ষেপের কারণ অর্জিত হয়েছে 'আব্রাহাম অজিত বনাম। পুলিশ পরিদর্শক 2, এই আদালত রায় দিয়েছে যেঃ

12. গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল সংশ্লিষ্ট আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না। কোডের 177 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, এটি সেই জায়গা যেখানে অপরাধ ডি সংঘটিত হয়েছিল। মূলত এটিই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করার কারণ।

13. দেওয়ানি মামলাগুলিতে, সাধারণত "পদক্ষেপের কারণ" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয়, কোডের ধারা 177-এ বর্ণিত ফৌজদারি মামলাগুলিতে, রেফারেন্স স্থানীয় এখতিয়ারের যেখানে অপরাধটি হয়।
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যুৎপত্তিগত অভিব্যক্তির এই বৈচিত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে অবস্থানকে আলাদা করে না। অতএব, "কর্মের কারণ" অভিব্যক্তিটি ফৌজদারি মামলাগুলির জন্য অপরিচিত নয়।

14. এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে পদক্ষেপের কারণটি একগুচ্ছ তথ্য নিয়ে গঠিত, যা আদালতে এফ-এর প্রতিকারের জন্য আইনি তদন্ত কার্যকর করার কারণ দেয়। অন্য কথায়, এটি তথ্যের একটি গুচ্ছ, যা তাদের জন্য প্রযোজ্য আইনের সাথে নেওয়া হয়, অভিযুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ত্রাণ দাবি করার অধিকার দেয়। এতে অবশ্যই। রমেশ বনাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। স্টেট অফ টি. এন., (2005) 3 এস. সি. সি 507 মনীশ রতন বনাম। স্টেট অফ এমপি (2007) 1 এস. সি. সি 262 ভুরা রাম বনাম। রাজস্থান রাজ্য, (2008) 11 এস. সি. সি 103 রাজীব মোদী বনাম। সঞ্জয় জৈন, (2009) 13 এস. সি. সি 241
সুনীতা কুমারী কাশ্যপ বনাম। বিহার রাজ্য, (2011) 11 এস. সি. সি 301 অমরেন্দু জ্যোতি বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য (2014) 12 এস. সি. সি 362 ববিতা লীলা এবং ওরস। বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (ইউ. ও. আই) (2016) 9 এস. সি. সি 647 রূপালী দেবী বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য। (2019) 5 এস. সি. সি 384 রিয়া চক্রবর্তী বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্য। 2020 এস. সি. সি অনলাইন এস. সি 654 2 (2004) 8 এস. সি. সি 100

পরবর্তী দ্বারা করা কিছু কাজ যেহেতু এই জাতীয় আইনের অনুপস্থিতিতে
পদক্ষেপের কারণ সম্ভবত জমা হতে পারে বা উদ্ভূত হতে পারে।

15. "কর্মের কারণ" অভিব্যক্তিটি একটি অর্জন ক বিচারিকভাবে স্থিরীকৃত অর্থ। সীমাবদ্ধ অর্থে কর্মের কারণ মানে সেই পরিস্থিতি যা কর্মের অধিকার বা তাৎক্ষণিক উপলক্ষের লঙ্ঘন ঘটায়। বৃহত্তর অর্থে, এর অর্থ। কেবল অভিযুক্ত লঙ্ঘনই নয়, লঙ্ঘনও সহ কার্যধারা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। ডান নিজের সাথে মিলিত। সংক্ষেপে, অভিব্যক্তিটির অর্থ হল প্রতিটি সত্য, যা অভিযোগকারীর পক্ষে তার অধিকার বা অভিযোগকে সমর্থন করার জন্য, যদি অতিক্রম করা হয় তবে তা প্রমাণ করা প্রয়োজন হবে। আদালতের রায়। প্রতিটি সত্য, যা প্রমাণ করা প্রয়োজন, যা প্রমাণের প্রতিটি অংশ থেকে আলাদা, যা এই জাতীয় সত্য প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয়, তা "কর্মের কারণ" নিয়ে গঠিত।

16. "কর্মের কারণ" অভিব্যক্তিটি কখনও কখনও তথ্য বা পরিস্থিতির সীমাবদ্ধ ধারণা জানাতে ব্যবহৃত হয়। যা হয় লঙ্ঘন বা কোনও অধিকারের ভিত্তি গঠন করে এবং এর বেশি কিছু নয়। একটি বৃহত্তর এবং আরও ব্যাপক অর্থে, এটি বস্তুগত তথ্যের পুরো বান্ডিলকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

17. "কর্মের কারণ" অভিব্যক্তিটি সাধ এমন একটি পরিস্থিতি বা তথ্যের অবস্থা বোঝাতে বোঝা যায় যা একটি অধিকার দেয় পক্ষ কোনও আদালত বা ট্রাইবুনেলে কোনও পদক্ষেপ বজায় রাখার জন্য; কার্যকরী তথ্যের একটি গোষ্ঠী যা বসার জন্য এক বা একাধিক ভিত্তি তৈরি করে; এমন একটি বাস্তব পরিস্থিতি যা একজন ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আদালতে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার দেয়। ব্ল্যাক 'স ল ডিকশনারিতে একটি "কর্মের কারণ" বলা হয়েছে তথ্যের সম্পূর্ণ সেট যা একটি প্রয়োগযোগ্য দাবির জন্ম দেয়; বাক্যাংশটি প্রতিটি সত্যকে নিয়ে গঠিত, যা, যদি অতিক্রম করা হয়, রায় পাওয়ার জন্য বাদীকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। শব্দ এবং বাক্যাংশে (4র্থ সংস্করণ), সাধারণ আইনি ভাষায় "কর্মের কারণ" বাক্যাংশের জন্য দায়ী অর্থ হল সেই তথ্যগুলির অস্তিত্ব, যা একটি পক্ষকে তার পক্ষ থেকে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়।

18. হ্যালসবারি 'স ল' স অফ ইংল্যান্ডে (4র্থ সংস্করণ) বলা হয়েছে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ " 'কর্মের কারণ' কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কেবল একটি বাস্তব পরিস্থিতি হিসাবে, যার অস্তিত্ব একজন ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতের কাছ থেকে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার দেয়। এই বাক্যাংশটি প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিটি সত্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাখা হয়েছে যা হল

[ইন্দু মালহোত্র, জে।]

বাদীকে সফল হওয়ার অধিকার দেওয়ার জন্য প্রমাণিত উপাদান এবং প্রতিটি একটি সত্য যা একজন বিবাদীর অতিক্রম করার অধিকার থাকবে। পদক্ষেপের কারণ '-এর অর্থও নেওয়া হয়েছে যে বিবাদীর পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট কাজ যা বাদীকে তার কারণ দেয় অভিযোগ, বা বিষয়-অভিযোগের বিষয় যা পদক্ষেপের ভিত্তি, কেবল পদক্ষেপের প্রযুক্তিগত কারণ নয়।

16. বর্তমান মামলায় আমরা দেখতে পাই যে রাষ্ট্রপক্ষের বেশিরভাগ সাক্ষী দিল্লিতে অবস্থিত। সেই 12 জন সরকারী সাক্ষী নয়াদিল্লিতে কাজ করছেন। যদি স্থানান্তর আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাদের নয়াদিল্লি থেকে এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ) যেতে হবে, যা তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করবে।

17. আবেদনকারী এবং 2 এবং 3 নং উত্তরদাতার কথিত আশঙ্কা কোনও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি গঠন করে না ফৌজদারি মামলাটি দিল্লি থেকে এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ)-এ স্থানান্তর করা হয়। হরিত সুনীল পরব বনাম মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ। রাজ্য (এনসিটি অফ দিল্লি) 3 বলেছে যেঃ

" 8. একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত বা বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত এবং অনুমান ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাল্পনিক নয়। স্থানান্তর আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনও সর্বজনীন বা কঠোর ও দ্রুত নিয়ম নির্ধারণ করা যায় না, যা সর্বদা প্রতিটি মামলার তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনও পক্ষের সুবিধা প্রাসঙ্গিক বিবেচনার মধ্যে একটি হতে পারে তবে অন্যান্য সমস্ত বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না যেমন একচেটিয়াভাবে মূল স্থানে সাক্ষীদের প্রাপ্যতা, স্থানান্তরের জায়গায় বিচার চালিয়ে যাওয়া কার্যত অসম্ভব করে তোলে এবং যার অগ্রগতি স্বাভাবিকভাবেই সেই কারণে হস্তান্তরিত বিচারের জায়গায় বাধাগ্রস্ত হবে। পক্ষগুলির সুবিধার অর্থ কেবল আবেদনকারীর সুবিধা নয়, যিনি আশঙ্কার ভুল ধারণার ভিত্তিতে আদালতের দ্বারস্থ হন। স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সুবিধা মানে সুবিধার রাষ্ট্রপক্ষ, অন্যান্য অভিযুক্ত, সাক্ষী এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ। 2016 সালের 351 নং এফআইআর-এর চার্জশিট থেকে জানা যায় যে, 40 জন সাক্ষীর মধ্যে আবেদনকারী একাই মুম্বইয়ের, দুজন গাজিয়াবাদের এবং একজন নয়ডার। 2016 সালের 1742 নং এফআইআর-এর চার্জশিট নথিভুক্ত নয়। একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা যেতে পারে যে অবস্থানটিও একই রকম হবে।

3 (2018) 6 এস. সি. সি 358

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

9. মৃদুল এম দামলে বনাম। সিবিআই [মৃদুল এম। দামলে ভি। সি. বি. আই. 4, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে বিচারের প্রাথমিক সমাপ্তি সরকারী এবং অ-সরকারী সাক্ষীদের ভ্রমণ ব্যয় বহন করার কারণে প্রসিকিউশনের জন্য আরও বেশি ব্যয় জড়িত করে অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত বিচারটি বছরের পর বছর ধরে স্থায়ী হয়।

18. বর্তমান স্থানান্তর আবেদনের শুনানি শেষে আবেদনকারীর আইনজীবী গ্রেপ্তার থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন অব্যাহত রাখার জন্য আবেদন করেছিলেন, যা স্থানান্তর পিটিশনে গৃহীত আদেশ অনুসারে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মঞ্জুর করেছিল। আবেদনকারীর জন্য উপযুক্ত আদালতে যাওয়ার অনুমতি থাকবে। কার্যধারা স্থানান্তরের পর অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য নয়াদিল্লিতে। 19. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানান্তর পিটিশন খারিজ করা হয়। 2016 সালের 39 নং এফআইআর থেকে উদ্ভূত কার্যধারা যা উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ)-এর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তা আবার 461 উত্তর পশ্চিম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, রোহিণী আদালত, নতুন দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

20. রেজিস্ট্রিকে এই আদেশের একটি অনুলিপি উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ)-এর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের ই-আদালত এবং 461 উত্তর-পশ্চিম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, রোহিণী আদালত, নতুন দিল্লিতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হ পক্ষগুলিকে মেট্রোপলিটন আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট 461 উত্তর পশ্চিম, রোহিণী আদালত, নতুন দিল্লি 15ই এপ্রিল, এফ 2021। খরচের বিষয়ে কোনও অর্ডার থাকবে না। বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, সে অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

সেই আবেদন খারিজ হল।

দিব্যা পান্

4 (2012) 5 এস. সি. সি 706

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো
গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।